দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন ঃ অস্থিরতা কমেনি

শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা দূর হয়নি। গত বছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কার্মকান্ড সংঘটিত হয়েছে। ঘাতক বুলেটের আঘাতে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রাণ দিয়েছে ৬ জন। এদের মধ্যেই ৪ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। ছাত্রনেতা হিসাবেও ওদের খ্যাতি ছিল। ঢাকা শহরসহ দেশের অন্যান্য এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসের কারণে নিহত হয়েছে আরও ২০ জন। ছাত্র-রাজনীতির ক্ষেত্রেও বছরটি ছিল সংকটপূর্ণ। দেশের বৃহত্তম দুইটি ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কর্মকান্ড স্থগিত রাখা হয়। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রদলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার হয়েছেন। দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষকদের একটি অংশ ছিল সোচ্চার। গত বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে দুইটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদক বিতরণ অনুষ্ঠান, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শতবর্ষপূর্তি, বরিশাল বি,এম কলেজের শতবর্ষপূর্তি, ডাকসুর উদ্যোগে ঢাকায় ছাত্র কনভেনশন-এর মত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। তবে বছরের শেষদিকে এস,এস,সি পরীক্ষার সিলেবাসকে কেন্দ্র করে স্কুল ছাত্রদের বিক্ষোভ, ভাঙ্গচুর, দেশে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। দেরীতে হলেও সরকার এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়ার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

প্রতি বছরের মত গত বছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ছিল সংকটপূর্ণ। বছরের শুরু থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত একনাগাড়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা সংঘটিত হয়েছে। ৯ই জানুয়ারী এক মর্মান্তিক সন্ত্রাসী ঘটনায় ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতা মনিরুজ্জামান বাদল নিহত হন। বাদলের হত্যাকান্ডের পর ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। ১৩ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আর একটি মর্মান্তিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় টিএসসিতে ছাত্রঐক্যের ব্যানারে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিলে নেমেছিল ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র মঈন হোসেন রাজু। কয়েকদিন থেকেই গোলাগুলী চলছিল ক্যাম্পাসে। একই সময়ে এলাকায় সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল করছিল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ (ম-ই) ও ছাত্র দল। ছাত্রঐক্যের মিছিল টিএসসি সড়ক দ্বীপ প্রদক্ষিণ করার সময় অকস্মাৎ ঘাতক বুলেট রাজুর জীবন কেড়ে নেয়। প্রতিবাদে উচ্চকিত হয় ক্যাম্পাস। পরদিন রাজুর জানাজাশেষে দুই পক্ষের মধ্যে গুলী বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ৪টি হলে তল্লাশী চালায়। গ্রেফতার হয় ২ (১৫শ পৃঃ দ্রঃ)

(১৪শ পৃঃ পর) জন। রাজুর হত্যাকান্ডের এক সপ্তাহ পর ২০শে মার্চ ক্যাম্পাসে নিহত হয় ইদ্রিস আলী নামে একজন স্কুল ছাত্র। সূর্যসেন হলের পিছনে খোলা জায়গায় তার লাশ পাওয়া যায়। ২৭শে জুন জহুরুল হক হলে বহিরাগত যুবক লাক্কুকে কে বা কারা হত্যা করে। ক্যাম্পাসে সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর। গভীর রাতে কমান্ডো ষ্টাইলে সূর্যসেন হলে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এই ঘটনার এক মাস পূর্বে ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে প্রতিনিধিদের ভোটে রিজভী আহমেদ, ইলিয়াস আলী ও আব্দুল মালেক ছাত্রদলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৩রা আগষ্ট ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষিত হওয়ার পর সংগঠনের একদল নেতা কর্মী অসন্তোষ প্রকাশ করে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে অনশন পালনের ঘটনাও ঘটে। সংগঠনের অভ্যন্তরে বিরাজমান কোন্দল ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। গভীররাতে সূর্যসেন হলের ছাত্ররা যখন ঘুমে অচেতন তখন একদল সন্ত্রাসী হলের ভিতর প্রবেশ করে। তাদের গুলীতে নিহত হয় ছাত্রদল নেতা ভূগোল তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আশরাফুল আজম মামুন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র নাসিরুল্লাহ জুনায়েদ সন্ত্রাসীদের গুলীতে আহত হয়। মামুনকে হত্যা করার পর তার লাশ হলের পরিত্যক্ত পানির ট্যাংকিতে ভরে রাখা হয়েছিল। একইদিনে ইতিহাস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মাহমুদকে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধু হলের পার্শ্ববর্তী রাস্তায়। মামুন ও মাহমুদের হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে ৫ই সেপ্টেম্বর বি,এন,পি'র পক্ষ হতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর রাতে মামুন ও মাহমুদ হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশ ছাত্রদলের নেতা ইলিয়াস আলীকে গ্রেফতার করে। তিনি এখনও কারাগারে আটক রয়েছেন।

৯ই জানুয়ারী বাদল হত্যাকান্ডের পর থেকেই ছাত্রলীগের (ম-ই) অভ্যন্তরীণ সংকট শুরু হয়েছিল। ১৩ই মে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি ঘোষণা করেন। চট্টগ্রাম বিশ্বঃ তরুণ ছাত্রনেতা মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রনেতা ইকবালুর রহীম যথাক্রমে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। কয়েকদিনের ব্যবধানে যুবলীগ নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টুর সমর্থনে (মিজানুর রহমান সভাপতি, ওয়াহিদুজ্জামান লনি সাধারণ সম্পাদক) ছাত্রলীগের অপর একটি কমিটি ঘোষিত হয়। ফলে ছাত্রলীগের এই দুই গ্রুপের মধ্যে রেষারেষি চরম আকার ধারণ করে। ছাত্রলীগ (মি-ল) ২৭শে মে জহুরুল হক হল দখল করে নিলে দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। বিভিন্ন হলে উত্তেজনার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের ছাত্র কর্মীরা বিতাড়িত হয়। ফলে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সংকট প্রকট হয়ে উঠে। একদিকে ছাত্রদলের কর্মীদের অভ্যন্তরীণ সংকট অপরদিকে দুই ছাত্রলীগের রেষারেষির কারণে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। এক পর্যায়ে জাসদ (ইনু) ছাত্রলীগেরও অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দিলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

গত বছর একজন ছাত্রের ডিগ্রীকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে শেখ আনসার আলী নামে এই ছাত্রের অনার্স ডিগ্রী বাতিল করার প্রেক্ষিতে একদল ছাত্র বিক্ষোভ করে। তারা সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করে। প্রায় মাসাধিককাল এই বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে সমস্যায় ফেলেছিল। গত একবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতার আরও বিবরণ ঃ ১৯শে জানুয়ারী রাতে 'মল' এলাকায় গুলী। ১৩ই ফেব্রুয়ারী সাইন্স এনেক্স এলাকায় দুইপক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। ২৮শে ফেব্রুয়ারী পলাশী এলাকায় ছাত্র সংঘর্ষ, ৬ই মার্চ, ৯ই মার্চ, ১৩ই মার্চ, ২০শে মার্চ, ২২শে মার্চ দুইপক্ষের মধ্যে গোলাগুলী, ২৯শে মার্চ জহুরুল হক হলের প্রভোষ্ট ও ভিসির বাসভবনে হামলা, ১৫ই এপ্রিল এস,এম হলে সীট দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংঘর্ষ, ২৭শে এপ্রিল, ২৮শে মে, ৩০শে মে দুইপক্ষের মধ্যে গোলাগুলী হয়। ৭ই জুন ক্যাম্পাসে ক্রস ফায়ারিং-এ ৪জন স্কুল ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়। ৩০শে জুলাই, ৩রা আগষ্ট, ৭ই আগষ্ট, ১২ আগষ্ট, ২৭শে আগষ্ট ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষ হয়। তবে পহেলা অক্টোবর ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য দিন। এইদিন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে পদক বিতরণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিও

শিক্ষাঙ্গন অস্থিরতা কমেনি

ছিল সংকটপূর্ণ। ১৭ই মার্চ ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইয়াসির আরাফাত পিটু নিহত হয়। ছাত্র শিবির কর্তৃক ৬০ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার শুনানি ছিল ঐদিন। মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্রঐক্যের কয়েক হাজার কর্মী রাজশাহী কোর্ট এলাকায় বিক্ষোভ করার সময় পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। পরবর্তীতে সংঘর্ষ ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে প্রতিপক্ষের গুলীতে ছাত্রঐক্যের নেতা পিটু নিহত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিও বিস্ফোরন্মুখ ছিল। ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৭৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর যুক্ত বিবৃতি আলোড়ন তুলেছিল। বিবৃতির ভাষা ছিল 'আমরা পড়তে চাই, ক্লাস করতে চাই, আমাদের শিক্ষা জীবন রক্ষা করুন, আমাদের এইভাবে তিলে তিলে শেষ করে দেবেন না'। ১৫ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জরুরী সভায় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকান্ড স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়। বছরের অন্য মাসগুলিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি কিছুটা অশান্ত ছিল। ২৯শে জানুয়ারী ভোর রাতে কামাল উদ্দিন হলে ছাত্র সংঘর্ষ হয়। বছরের শেষ দিকে ৩ জন ছাত্রকে বহিষ্কারের ঘটনার প্রেক্ষিতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিও অশান্ত ছিল।

বছরের শুরুর দিকে বুয়েট ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি কিছুটা সংকটজনক ছিল। তবে বছরের শেষ দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ১৬ বছর পর বুয়েটে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনন্দমুখর এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গত বছর বুয়েটের দুঃখজনক স্মৃতি নৌকাডুবিতে ইউকসুর ভিপি রুহুল কবীরসহ ৩জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা। রাতে নৌকা ভ্রমণ করতে গিয়ে রুহুল ও তার দুই বন্ধু নৌকাডুবির কারণে মারা যান। কলেজসমূহের মধ্যে রাজধানীতে ঢাকা কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, মীরপুর কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজ একাধিকবার সংবাপত্রের সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। বাকুশাহ মার্কেটের কর্মচারীদের সাথে বচসার কারণে ফরহাদ নামে ঢাকা কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র নিহত হয়। এরপর মার্কেটের কর্মচারীদের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে। সরকার কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সংকটের সমাধান হলেও পরবর্তীতে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সাথে নিউ মার্কেটের কর্মচারীদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে নিউ মার্কেটের একজন কর্মচারী গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ফলশ্রুতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

সন্ত্রাসের কারণে ইডেন মহিলা কলেজ একাধিকবার সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। ১৬ই সেপ্টেম্বর ছাত্রী সংঘর্ষে ৮ জন ছাত্রী আহত হয়। নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে একাধিকার সংঘর্ষ হয়েছে। বছরের একটি অন্যতম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছিল এইচ, এস,সি পরীক্ষা পিছানো আন্দোলন। একদল ছাত্র রাজধানীতে দুইদিন ভাঙ্গচুর ও জ্বালাও পোড়াও কর্মসূচী পালন করে। এস,এস,সি পরীক্ষার সিলেবাস অব্যাহত রাখার দাবীতে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরাও পথে নেমেছিল। সারাদেশে প্রায় পক্ষকালব্যাপী ভাঙ্গচুর জ্বালাও পোড়াও করে তাঁরা। বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ আন্দোলনে নেমেছিলেন এ বছর। ৪৩ দিন অব্যাহত ধর্মঘট শেষে সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়।

রাজধানীর কলেজগুলির মধ্যে তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসও তুলনামূলকভাবে অশান্ত ছিল। ইন্সটিটিউট ছাত্র সংসদের জি,এস শাকিল এবং অপর একজন ছাত্রদল নেতা সন্ত্রাসীদের গুলীতে নিহত হন। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে যেমন ১৫ই জানুয়ারী মীরপুর ডিগ্রী কলেজে, ১৯শে জানুয়ারী খুলনা এম,এম সিটি কলেজে, ২৮শে মার্চ নারায়ণগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে ছাত্র সংঘর্ষ হয়। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে প্রতিপক্ষের গুলীতে ছাত্রলীগ নেতা জরীফ মারা যান। ছাত্র সংঘর্ষের কারণে ২৩শে মে বরিশাল হাতেম আলী কলেজ, ২৯শে কুলিয়ার চর কলেজ, ৩রা জুন ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, ২৮শে জুলাই দৌলতপুর বি,এল কলেজ, ১৪ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, ২০শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বন্ধ ঘোষণা করা হয়। -রেজোনুর রহমান